প্রথম আলো

তারিখ ....22 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প, পাঠদান বন্ধ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ●

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার গড়েয়া ইউনিয়নের গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ কারণে বন্ধ রয়েছে বিদ্যালয়ের পাঠদান। ফলে বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীরা সবাই হাতে নতুন বই পেয়েও বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না।

এলাকার অনেকে জানান, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের জন্য ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্র করা হয়। ভোটের দিন ওই কেন্দ্রে হামলা চালান বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা। এ সময় তাঁরা বিদ্যালয়ের আসবাব ভাঙচুর করেন। পরে তাঁরা বিদ্যালয়ের পাশের বাজারে হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর করে মালামাল লুট করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষে আবু হানিফ নামে বিএনপির এক কর্মী নিহত হন। পরে বিএনপির কর্মীরা গড়েয়ার বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের দোকান ও বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। সে সময় সংখ্যালঘু তরুণীদের তুলে নিয়ে নির্যাতন ও অন্যদের হত্যার হুমকির কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে গড়েয়া গোপালপুরের সংখ্যালঘুরা সেদিন সন্ধ্যায় ঘরবাড়ি ছেড়ে ইসকনের মন্দিরে আশ্রয় নেন। খবর পেয়ে ৬ জানুয়ারি জেলা প্রশাসক মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পুলিশ সুপার ফয়সল মাহমুদ ওই এলাকা পরিদর্শনে যান। এ সময় মন্দিরে আশ্রয় নেওয়া লোকজনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ওই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেনা টহল ও পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গড়েয়া গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেনাবাহিনী অবস্থান নেয় ও গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে করা হয় পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প। ১০ জানুয়ারি এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হলেও পুলিশের ক্যাম্পটি থেকেই যায়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের চারটি কক্ষের সব কটিতে একজন কর্মকর্তা ও ২০ জন পুলিশ সদস্য আছেন। তাই পড়ালেখার ক্ষতি হলেও এ নিয়ে কথা বলছেন না কেউ।

গত সোমবার দুপুরে বিদ্যালয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মাঠে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে আছেন শিক্ষকেরা। রশি টেনে মাঠের বিভিন্ন দিকে পুলিশের ব্যবহার করা কাপড়চোপড় শুকানো হচ্ছে। পাশে কয়েকজন শিক্ষার্থী এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। শ্রেণীকক্ষে পুলিশ দুপুরের খাবারে ব্যস্ত। এ সময় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অর্পণা রানী জানায়, স্কুলে পুলিশ থাকে, সে জন্য ক্লাস বন্ধ। এ কারণে নতুন বই পেয়েও তারা ক্লাস করতে পারছে না।

ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রিকা রানী রায় জানান, বিদ্যালয়ের কার্যালয়সহ চারটি কক্ষে পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে। পাঠদান করানোর জায়গা না থাকায় বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। এতে শিশুদের লেখাপড়ার প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে।

তবে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আহসান রহমান প্রধান জানান, চারদিকে সব টিনের ঘর-বাড়ি। অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে তো আর যেখানে-সেখানে থাকা যায় না। গ্রামের মধ্যবর্তী জায়গার জন্যই এখানে ক্যাম্প করা হয়েছে। ক্যাম্পের জন্য অন্য জায়গা পেলে বিদ্যালয়ের ঘর ছেড়ে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. লিয়াকত আলী সরকার জানান, পুলিশ ক্যাম্পের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পাঠদান চালু রাখতে প্রশাসন ও এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা চলছে।